তারিখ ... 7.1.80 ...
পৃষ্ঠা ... 11 কলাম 4

দৈনিক বাংলা

174

জনগণের নজিরবিহীন উৎসাহ উদ্দীপনা

খাল খননের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগোচ্ছে

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, হাজা-মজা খালগুলোসহ দেশব্যাপী খাল খননের কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে এগোচ্ছে। হাজার হাজার লোক স্বেচ্ছামূলকভাবে এই কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। বেশীরভাগ খাল খননের কাজ সমাপ্ত হয়ে এসেছে এবং কিছু কিছুর কাজ অর্ধেক সমাপ্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পও হাতে নেয়া হয়েছে।

এক সরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে বাসস পরিবেশিত এ খবরে বলা হয়, পাঁচ বছরের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে গত পহেলা ডিসেম্বর এই খাল খনন কার্যক্রম শুরু করা হয়। শুরুতে মাত্র একশ' তিনটি খাল খনন ও পুনর্খননের স্কীম হাতে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে স্কীমের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এরকম প্রকল্পের সংখ্যা দশেক ছাড়িয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়েই সর্বস্তরের জনগণ স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে এই খাল খনন কার্যক্রমে এমন নজিরবিহীনভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষজ্ঞরা এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পিছনে যে সত্য নিহিত রয়েছে তাকে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে এবং দেশব্যাপী একটি সেচ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা দূর করার জন্যে জনগণের উপলব্ধি বলে বর্ণনা করেন।

এসব খাল খনন সমাপ্ত হলে লোকালয় বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা দূর করবে এবং শুকনো মওসুমে সেচ কাজে সহায়ক হবে।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, মানিকগঞ্জ মহকুমার কান্দাদহ খাল পুনর্খনন প্রকল্পের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। গত ১লা ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

যমুনা নদীর পশ্চিম তীর থেকে দু'মাইল দীর্ঘ খালটিকে এখন ইছামতীর পূর্ব তীরের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এ খালের দু'পাড়ের বিস্তীর্ণ জমিকে এলাকার খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে ইরি চাষের আওতায় আনা হবে। এই খালের বদৌলতে থানার গড়ে জেলার এবং যমুনা থেকে ইছামতী পর্যন্ত নৌকাযোগে দ্রুত চলাচলের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে। এর ফলে, সেচের সুবিধা ছাড়াও হাজার হাজার পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে।

মৌলভীবাজার মহকুমায় ৫ মাইল দীর্ঘ কামার খাল পুনর্খনন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে ৮ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে এবং সেখানে এক-ফসলের পরিবর্তে তিন ফসল আবাদ সম্ভব হবে। গত ৩১শে ডিসেম্বর বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মহকুমায় চৌত্তখালী খাল পুনর্খনন প্রকল্পে ইতিমধ্যেই তিন লাখ ৫৬ ঘনফুট মাটি কাটার কাজ হয়েছে। সর্বস্তরের জনগণ থেকে প্রায় ৩১ হাজার লোক এতে অংশ নিচ্ছে।

কুমিল্লা সদর উত্তর মহকুমার বলিচরকান্দি পুনর্খনন প্রকল্পে এ-পর্যন্ত তিন লাখ ৪২ হাজার ঘনফুট মাটি কাটার কাজ শেষ হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রায় ৩৭ হাজার লোক স্বেচ্ছামূলকভাবে অংশ নিচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বোয়ালিয়া-নাইজের খাল পুনর্খনন প্রকল্পে এ পর্যন্ত দু' লাখ ৫১ ঘনফুট মাটি কাটার কাজ হয়েছে। প্রায় ৫৬ হাজার লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বয়ম্ভর ভিত্তিতে এই খাল খননে অংশগ্রহণ করছে।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মহকুমার অন্তর্গত মোহিত সংযোগ খালে দশ হাজার ঘনফুট মাটি কাটার কাজ হয়েছে এবং চাঁদপুর মহকুমার বোয়ালজুরী খালে এক লাখ ঘনফুটের ওপর মাটি কাটার কাজ হয়েছে।